জীবননগরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত নারী আসামি গ্রেফতার

জীবননগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি লাভলী খাতুনকে গ্রেফতার করেছে।

মোছাঃ লাভলী খাতুন, জীবননগর থানার বঁকা গ্রামের মাসুদ রানার স্ত্রী।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ এস.এম. জাবীদ হাসানের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই নিঃ) মোঃ মাহবুবুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল (২৪ আগস্ট) ঢাকার ডেমরা থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করেন।

তার বিরুদ্ধে মাদক মামলায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডসহ ১৫ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরো ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত জিআর সাজা-২ টি আদালতের জিআর-১টিসহ ৩ টি মামলায় পরোয়ানাভূক্ত সে।

লাভলী খাতুন দীর্ঘদিন যাবৎ পলাতক ছিলেন। তাকে গ্রেফতারের পর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক

কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মতবিনিময় সভায় নবাগত জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যাবহার রোধ, ধর্মীয়

উগ্রবাদ ও জঙ্গীবাদ মোকাবিলা নারী শিশুর প্রতি সহিংসতা বাল্য বিবাহ ইভটিজিং নিপীড়ন, বৈষম্যমূলক আচরন ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

বিশেষ অতিথি সহকারী ও সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট শহীদুল আলম, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি),সজল কুমার দাস, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল করিম বিশ্বাস, সহকারী শিক্ষিকা আকলিমা খাতুন, সহকারী শিক্ষক মো শরিফুল ইসলাম সহ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা। এসময় আগত অতিথিদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে প্রধান অতিথি সহ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হন। ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত জেলা প্রশাসক ড কিসিঞ্জার চাকমা, সহকারী ও সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট শহীদুল আলম, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজীর আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান মুকুল, মোখলেছুর রহমান রিপন, কার্পাসডাঙ্গা ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জুলফিকার আলী সহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য ও কর্মরত এবং সাংবাদিক বৃন্দরা।এরপর কার্পাসডাঙ্গায় অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি বিজরিত আটচালা ঘর ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন করেন। সর্বশেষ কার্পাসডাঙ্গা আবাসন প্রকল্পের বাসিন্দাদের মুজিব শতবর্ষের ঘর পরিদর্শন করেন। সার্বিক অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তরিকুল ইসলাম।

দামুড়হুদায় নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলায় নবযোগদানকৃত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. কিসিঞ্জার চাকমার সাথে দামুড়হুদা উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকগণের সাথে পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ৩ টার সময় উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মো: শহিদুল ইসলাম, দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ রেজাউল করিম, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: হেলেনা আক্তার নিপা, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রসিদ, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা নির্বাচন অফিসার নূর-উল্ল্যাহ, বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দীন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হবি, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন শফিউল আলম, দর্শনা থানার ওসি অপারেশন নিরব, ব্রাকের জেলা স্বমন্বয়কারী (বিডিসি) মানিক ম্যাক্সিমিলিয়ান রুগা, পার-কৃষ্ণপুর মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি

চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, নাটুদাহ ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ইমাম মাওলানা মুফতি মামুনুর রশিদ সহ উপজেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বৃন্দ, সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন, সীমান্তবর্তী এই উপজেলায় প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, এর মধ্যে কৃষি অন্যতম। সীমান্তবর্তী উপজেলা হওয়ায় খুব সহজেই এখানে মাদক প্রবেশ করে, ক্রীড়া সাংস্কৃতিক খেলাধুলা এগুলো উঠে গেলে আমাদের যুব সমাজ মাদকের ভয়াল থাবায় ধ্বংস হয়ে যাবে, এদিকে নজর দেওয়া খুব প্রয়োজন। সরকারের সমস্ত রকম ভাতা, সরকারি যা কিছু বিতরণ করা হয় তার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। বেশি বেশি বাজার মনিটরিং করতে হবে, কৃষক দাম পাচ্ছে কম, অথচ মধ্যস্থ ভোগী পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতারা সুফল ভোগ করছে, কৃষকের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হবে না। এই উপজেলার ভারী শিল্প কেরু এন্ড কোম্পানির দিকে সরকারি নজরদারী বারাতে হবে। কেরু এন্ড কোম্পানির নিজস্ব জমিতে আখ চাষ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন দামুড়হুদা উপজেলা মসজিদের কেয়ারটেকার মো: আসাদুজ্জামান। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ।

মেহেরপুরে নির্যাতিত নারীর পাশে মউক প্রতিনিধি দল

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের প্রতিবেশি কর্তৃক নিযার্তিত অসহায় নারী আরজিনা খাতুনের (৩২) সাথে দেখা করেছে ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে আর্জিনার সাথে দেখা করেন তারা। এসময় মউক

প্রতিনিধি নির্যাতিত আর্জিনার শারিরীক অবস্থার খোঁজ খবর নেন ও ঔষুধ পত্র দেওয়ার পাশাপাশি আইনগত সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা খাতুন ও প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ আবুল কালাম ও অন্যজন।

জানা গেছে, প্রতিবেশি আঃ কুদ্দুসের নেতৃত্বে তার ছেলেরা গত ১৫ই আগষ্ট আর্জিনা খাতুনকে শারীরিক নির্যাতন করেন। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন মউকের ৩ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি প্রতিনিধি দল নির্যাতনের বিস্তারিত বিবরণী জানতে পারে।

উক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে মেহেরপুর বিজ্ঞ সিনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেট আমলী আদালতে একটি মামলা করানো হয়েছে। যার মামলা নং সি আর ৬৩১/২৩।

মুজিবনগরের শিশু ধর্ষক তসলেম উদ্দীন গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের শিশু ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার আসামি তসলেম উদ্দীনকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার বড়বোলদিয়া বাজারে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

তসলেম উদ্দীন মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের বিলাত মিস্ত্রীর ছেলে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ধর্ষক তসলেম উদ্দীন ঘটনার পরপরই গা ঢাকা দেন। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় তার লোকেশন নিশ্চিত হয়ে ডিবি পুলিশের একটি টিম দর্শনা থানার বড়বোলদিয়া বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আব্দুল আলীম, এসআই মো: আশরাফুল ইসলাম, এসআই মো: ইস্রাফিল, এসআই উত্তম কুমার, এসআই খালিদুর আশিক অভিযানে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, গত ২২ আগস্ট দুপুর দেড়টার দিকে তসলেম প্রতিবেশী ৪ বছর বয়সি শিশুকে ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি ঘাসের জমিতে ধর্ষণ করে। পরে মেয়েটি তার বাড়িতে এসে বললে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেন। এঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে ধর্ষণের অভিযোগ এনে নারী ও শিশু দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০২০) ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ২২, তারিখ ২২/০৮/২৩ ইং।

এদিকে ধর্ষক তসলেম উদ্দীনের বিচার দাবী করে থানার সামনে শত শত লোক বিক্ষোভ মিছিল করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৪

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে মারামারি মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মারামারি মামলায় ১ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ আসামি রয়েছে।

বুধবার দিবাগত রাতভর থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার

বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এই অভিযানে অংশ নেন। সংশ্লিষ্ট থানাগুলো এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

দামুড়হুদায় ডেঙ্গু সচেতনতা মূলক র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলার পরিষদ চত্ত্বরে থেকে উপজেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা মূলক র্যালী বের হয়ে প্রধান সড়ক পদক্ষিণ করে পূনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা হেলেনা আক্তার নিপা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: মাহবুবা আক্তার তাবিয়া, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আঃ করিম বিশ্বাস, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, যুবউন্নন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, আইসিটি কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম, উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফয়জুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই আরমান,

দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মাকসুদুল ইসলাম রতনসহ গণমাধ্যম কর্মী, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষাকা ও ছাত্রছাত্রী বৃন্দ। সভায় বক্তারা মশার জীবন চক্র ও মশা বাহিত বিভিন্ন রোগের উপর বিশদ আলোচনা করেন। ডেঙ্গু মশা চিহ্নিত করণ, ডেঙ্গু মশার প্রজনন ক্ষেত্র, ডেঙ্গু মশা প্রতিরোধে কী কী করণীয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আলোচনা সভা শেষে মশা নিধোনের জন্য ধোঁয়া স্পে করার দৃশ্য চোখে পড়লে দেখা গেছে, যিনি স্প্রে করছেন তার মুখ ও নাক সম্পূর্ণ উম্মুক্ত।এখানে লক্ষ্যনীয় হচ্ছে,মশা নিধনে যে ধোঁয়া স্প্রে করা হচ্ছিলেন ওই দৃশ্য দেখতে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা পিছু পিছু ছুটে যাওয়ার দৃশ্য মেলেন । শক্তিশালী বিষ আর অকটেন মিশ্রিত ধোঁয়া মানবদেহের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা সাধারণ জনগণ ও কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা কিন্তুু জানেন না।
ফলে এ বিষয়েও সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারণা চালানো উচিত বলে উপস্থিতিতে এদিকে,উপজেলার সচেতনমহলের অভিযোগ, উপজেলার প্রায় সকল এলাকায় ড্রেনগুলোতে ময়লা মাটি জমে থাকা, আশপাশের ঝোপঝাড় নিয়মিতভাবে পরিস্কার না করা সহ উপজেলার সদর ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা নদীর পাড়,হাউলি ইউনিয়নের দর্শনা পৌরসভার বে রেলগেট সংলগ্ন চুয়াডাঙ্গা টু যশোর আঞ্চলিক মহাসড়কের ধারে, বাসাবাড়ি ,ক্লিনিক, সেলুন সহ বাজারের সব ধরনের ময়লা আবর্জনা স্তূপ জমার পাশাপাশি গরু-ছাগলের বজ্র অবাধে ফেলা হচ্ছে।যে কারণে উল্লেখিত সড়ক পথ ধরে পথচারীদের গন্তব্যে পৌঁছতে পোয়াতে হচ্ছে জনদুর্ভোগ।এ কারণে উল্লেখিত স্থান গুলোতে ডাবের খোসা,মাটির হাঁড়ি সহ বিভিন্ন পাত্রে জমে থাকা পাত্রে ডেঙ্গু মশার লার্ভা তৈরির আশঙ্কা রয়েছেন।কাজেই তাদের দাবি মহামারি ডেঙ্গু প্রতিরোধে শুধূ সভা সমাবেশ করলেই হবে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

গাংনীতে চুরি ও মারামারি

মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার

পৃথক দুটি স্থানে অভিযান চালিয়ে মারামারি ও চুরির মামলায় ৩ জন আসামিকে আটক গাংনী থানা পুলিশ।

এরা হলেন, গাংনী মহিলা কলেজপাড়া এলাকার আবু জাহিদ (৫০) ও তার ছেলে জুনাইদ হোসেন (২০)। এছাড়া একটি চুরির মামলায় মানিক মিয়া
(৪০) কে আটক করেছে। মানিক মিয়া কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার ধলসা গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে।

মজনু মিয়াকে গত রাতে এবং পিতা পত্রকে আজ সকালে আটক করেছে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সংঘর্ষ হলে মহিবুল ইসলাম ওহিদ পিতা পুত্রকে আসামি করে একটি মারামারি মামলা দায়ের করেন মামলা নং ২৬, তারিখ ২৩/০৮/২৩ ইং। ওই মামলায় অভিযান চালিয়ে পিতা পুত্রকে আটক করে পুলিশ। এদিকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী বাজারে মোটরসাইকেল চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হন মানিক মিয়া। পরে তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশে তুলে দেন জনতা। এই মানিক মিয়াকে একটি চুরি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

আজ বুধবার (২৩ আগস্ট) বেলা ১১ টার দিকে আটককৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় দিনব্যাপি ব্যস্ত সময় কাটালেন জেলা প্রশাসক

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা আলমডাঙ্গা উপজেলায় পরিচিতি ও মতবিনিময় গতকাল মঙ্গলবার তিনি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, সকল দপ্তরের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়

করেন। এর আগে তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত আলমডাঙ্গা বধ্যভূমিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন,আজকের এই মতবিনিময় সভায় আলমডাঙ্গার সার্বিক চিত্র দেখতে পেলাম এখন। সমস্যা সমাধানে সবাই যে এটি নিয়ে ভাবেন। আলমডাঙ্গার মাটি এবং মানুষ নিয়ে যে আপনাদের চিন্তা ভাবনা, এটি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। অনেক বিষয় আছে যেগুলো হয়তো রাস্ট্রীয় ভাবে উদ্যোগ নেওয়া জরুরী। কিন্তু কিছু বিষয আছে যেগুলো আমরা স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে পারি। যেমন অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাদক। আমার বিশ্বাস মাদকের বিরুদ্ধে আপনারা সবাই সোচ্চার। আপনারা বলেছেন সিমান্তের ওপার থেকে মাদকের আগমন হতে পারে। আমার বিশ্বাস সিমান্তে বড়ারগার্ড বিজিবি অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করছে। আমি তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করবো। তবে লোকালই যদি মাদকের চাহিদা কমাতে না পারি তাহলে তরুন সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সে জন্য মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ত্লুতে হবে। যারা জনপ্রতিনিধি আছেন,তাদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পর্যায়ে মাদকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। এবং মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স শুরু করা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্রিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ৃব হোসেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট সালমুন আহম্মেদ ডন, সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আব্দুর রশীদ, কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীন, উপজেলা প্রকৌশলী আরিফুদ্দৌলা, কালিদাসপুর ইউপি চেয়ারম্যান আশাদুল হক মিকা, হারদী ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, জেহালা ইউপি চেয়ারম্যান মোখলেছুর রহমান শিলন, নাগদাহ ইউপি চেয়ারম্যান বিপুল জোয়ার্দ্দার, বাড়াদি ইউপি চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, চিৎলা ইউপি চেয়ারম্যান সরোয়ার হোসেন প্রমুখ।

এছাড়াও জেলা প্রশাসক আলমডাঙ্গা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আলমডাঙ্গা থানা, কালিদাসপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, আলমডাঙ্গা পৌরসভা পরিদর্শন করেন ও হাটবোয়ালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি উপকারভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান আটক-১

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান ১ জনকে আটক করছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটা সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভুঁইয়া ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন ও আকবর হোসেন এর নেতৃত্বে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয় চুয়াডাঙ্গা, সদর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান করে আসামি মো:ইকবাল (৪৪), পিতা :মো: ফজলু মাষ্টার গ্রাম: সাদেক আলী মল্লিক পাড়া, থানা ও জেলা চুয়াডাঙ্গা কে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন সাদেক আলী মল্লিক পাড়াস্থ নিজ দখলীয় বসতঘর হইতে ৩ কেজি গাঁজা সহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, উক্ত গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিজ্ঞ নির্বাহী উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১ বছর ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।